Jadavpur Women In Need Organization (W I N)

15/2/17, Jheel Road, Bankplot, Jadavpur, Kolkata – 700 075

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার পুনঃপ্রবর্তন

পয়লা মে **সংবাদ প্রতিদিন**-এ '*ফের বিধিভঙ্গে অভিযুক্ত বুদ্ধদেব*' আমায় কলম ধরতে বাধ্য করলো।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এই সংবাদটি যেমন আশ্চর্যজনক তেমনই সমসাময়িকভাবে যাদবপুর তথা রাজ্যের মানুষের কাছে অপমানজনক।

গত ২৭ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত তৃণমূল প্রার্থী দীপক ঘোষ মহাশয়ের নাম বা কাজের সাথে আমরা, যারা যাদবপুর বিধানসভার বাসিন্দা, কোনোভাবেই পরিচিত ছিলাম না। এক্ষেত্রে তিনি বা তাঁর দলের তরফে কোনও প্রচার বা জনসংযোগের লক্ষণ বিন্দুমাত্র দেখা যায়নি, একমাত্র পালবাজারে একটি জনসভা ছাড়া। ওনার নাম জানার সৌভাগ্য আমার হয় ওনার দলেরই একটি নির্বাচনী কার্যালয়ের ব্যানার থেকে; পরবর্তীতে ই.ভি.এম. যন্ত্রে। আরও উল্লেখ্য ভোটের দিন ভোটদান কেন্দ্রে লাইনে আমার পেছনে দাঁড়ানো ভদ্রলোকের প্রশ্ন - ' এবার যাদবপুরে কে কে দাঁড়িয়েছেন; আমি শুধু বুদ্ধবাবুর নাম জানি।' প্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উক্তিতি – 'কংগ্রেস শুয়ে আছে... ওদের শুয়েই থাকতে দিন।' যা সমান ভাবে দীপক ঘোষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর তাই হঠাৎ ভোটের পরে প্রচারের আলোয় ওনার নিদ্রাভঙ্গ হওয়াটা আশ্চর্যজনকই বটে।

এর পাশাপাশি ওনার দলের নেত্রী'র প্রেস ক্লাবের বক্তব্যও এখানে প্রাসঙ্গিক। ১। উনি আশান্বিত যে কোলকাতা বাদ দিয়ে বাকি পশ্চিমবঙ্গের আশি শতাংশেরও বেশী মানুষ জোটবদ্ধ হয়েছেন । এইবারের নির্বাচনে ওনার কংগ্রেসের সঙ্গে 'ভোট প্রাক্কালীন জোট' আনুষ্ঠানিকভাবে সফলতা লাভ করেনি, যার থেকে এটা প্রমানিত যে উনি মানুষকে সঙ্গেনিয়ে নীতিভিত্তিক সুদীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে জোটবদ্ধ হওয়ার প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। বরঞ্চ দেখা যায় যে তিনি প্রতি ভোটের কয়েকদিন আগে সুবিধাবাদী সাময়িক একতার ওপরই বেশী জোর দেন। তাই কংগ্রেসের তরফে প্রত্যাখ্যিত হওয়ার পর মানুষের মহাজোটের অলীক কল্পনা করেন। আরও বলা ভালো যেহেতু উনি মানুষের প্রতি আস্থাশীল নন, তাই ওনার বা ওনার দলের প্রতি মানুষের আস্থা পি এফ সুদের হারের সমার্থক। ২। এবার মানুষ যদি ভোট দেয় তবে যাদবপুরেও মুখ্যমন্ত্রী হারবেন– নেত্রীর এমন চিন্তাধারার আলোকে এই কেন্দ্রের জনগন (অধুনা নির্বাচক) হাতে লণ্ঠন নিয়ে তৃণমূল প্রার্থী দীপক ঘোষ-কে খুঁজে বার করে তাকে সমর্থন জানাবেন, এই আশা যারা করেন তাঁরা মরুদ্যানেও নয়, মুর্খের স্বর্গে বাস করেন।

উপরন্তু এই নির্বাচকের তর্জনীর সন্মানার্থে ন্যুনতম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিরোধী ঐক্যকে অগ্রাধিকার দিন, নতুবা আপনার (নেত্রী'র) 'প্রিয় জনগণ' বৃটিশ সরকারের চেহারা নিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার পুনঃপ্রবর্তন ঘটাবে। সেক্ষেত্রে এমন বাজারের মোহ ছেড়ে আমরা বাণপ্রস্থেও যেতে পারি– কিন্তু কেন যাবো?

মানবেন্দ্র দেওয়ানজী
সচিব,উইন
ও
সদস্য, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যশনাল
যাদবপুর, কোলকাতা-৭৫